থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

THESPIAN

MAGAZINE
An International Refereed Journal of Inter-disciplinary Studies

Santiniketan, West Bengal, India

DAUL A Theatre Group©2013

Editor

Bivash Bishnu Chowdhury

Title: আবহ সঙ্গীতের স্বতন্ত্রতা ও নতুন সম্ভাবনা [*Abaha Sangiter Swatantrata O Natun Sambhabona*]

Author(s): Subhadeep Guha (Baban)

Edited by: Bivash Bishnu Chowdhury
DOI: https://doi.org/10.63698/thespian.v1.1.GMCA4247
Published: 09 May 2013.

আবহ সঙ্গীতের স্বতন্ত্রতা ও নতুন সম্ভাবনা © 2013 by Subhadeep Guha is licensed under CC BY-NC 4.0

Yr. 1, Issue 1, 2013

Bengali New Year Edition
April-May

থেসপিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

এক্সপোজার

আবহ সঙ্গীতের স্বতন্ত্রতা ও নতুন সম্ভাবনা

সুর ও সঙ্গীতের সাথে নাট্যের আদি সম্বন্ধ। ভরতের সময় থেকেই নৃত্য ও সঙ্গীতের সমন্বয়েই মূলত তৈরী হয়েছে নাট্যকলা। 'নাট্যে সঙ্গীতের ব্যবহার' কথাটি খুব বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, একটু যেন কর্কশ মনে হয়। কারণ দু'য়ের সম্পর্ক ব্যবহারের নয়, অবিচ্ছিন্ন ও প্রাচীন। কিন্তু 'নাট্যে সঙ্গীতের ব্যবহার' এ কথাটি এ কারণেই সংগতিপূর্ণ যে, শুধু গান গেয়ে বা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে দিলেই নাট্যকলা পরিস্ফুট হয় না। তার জন্য চাই বিভিন্ন সংগীত ও সুরের পরিশীলিত ব্যবহার। বাংলা থিয়েটারের পেশাদারিত্বের হাত ধরে আজ দৃশ্যকলা, আলোকসজ্জা – এই বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলো আলাদা আলাদাভাবে পেশায় রূপান্তরিত হয়েছে। সেখানেই কোথাও একটা ঘাটতি ছিল আবহ নির্দেশনার ক্ষেত্রে। সেট, লাইট, মেক-আপ-এর পুরো execution টাই মূলত কারিগরী বিদ্যা যা বিশেষ ধরণের মেধা না থাকলে শেখা যায় না। কিন্তু এগুলোরও আবার শৈল্পিক গুণের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায় যখন নাট্যচিন্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার নকশার প্রয়োজন হয়। তেমনি music-এর ক্ষেত্রে, বাদ্যযন্ত্রীরা তো তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে পারদর্শী কিন্তু নাট্যের প্রয়োজনুযায়ী বিভিন্ন বাদ্যের একত্র ব্যবহার তো শুধুমাত্র একজন যন্ত্রী দিয়ে সম্ভব নয় – তার জন্য বিশেষ কিছু মেধার প্রয়োজন যারা নাটকের পরিবেশ, সময়, ভাব ও গাম্ভীর্য বুঝে সুর সংযোজন করতে পারবে। সে কিন্তু সহজ কথা নয়। তার উপর আবার এই ভারতীয় উপমহাদেশে যেখানে সুর ও সংগীতের নিজস্ব তত্ত্ব ও ব্যকরণ রয়েছে। নাট্যের সুর ও সংগীত বিষয়ে তো আলাদা করে কোনো শিক্ষাক্রম চালু নেই আমাদের দেশে তাই যারা সংগীত শিল্পী, বা যারা এই বিষয়ে পড়াশোনা করেছে এবং যারা সংগীতের বিভিন্ন ধারায় বিচরণ করছে; theatre-এ তাদের স্বত:স্ফূর্ত চলনই বয়ে আনতে পারে নাট্যশিল্পে আবহ নির্দেশনার নতুন সম্ভাবনা। আর তাই পেশাদরী থিয়েটারে 'আবহ নির্দেশনা'-এর সম্ভাবনার পথ কতটা সুগম্য তা নিয়েই কিছুটা সময় কাটানো গেল বাংলা

থিয়েটারের এই সময়ের একজন আবহ নির্দেশক শুভদীপ গুহ বাবান-এর সাথে।

কী করে শুরু হলো.......যেখান থেকে Music – এ আসা?

বাবান : শুরুতো একদম না বুঝে । সাড়ে তিন বছর বয়সে ১ম নাটক বাবার নাটকের দল লিভিং থিয়েটারে। সেই থেকে টানা ১৭-১৮ বছর বয়স পর্যন্ত নিয়মিত থিয়েটার করা; আর গান বলতে যেটুকু সে ঐ দলের মধ্যে যা গাওয়া হত, তাই। ওরকম করেই শুরু, ...সেই আস্তে আস্তে স্বপ্ন দেখা। আগে কখনও ভাবিনি আমি গায়ক বা Musician হতে পারি। ...আর তখন গানটাই গাইছিলাম Theatre টা অফ্ করে। ২-১ টা শো হয়তো করলাম কিন্তু থিয়েটারে আগের যে involvement টা ছিল সেটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম একেবারে। ...আবার যখন ধীরে ধীরে নাটকে ফিরে এলাম সেসময় আমার অদ্ভুত একটা রোল হয়ে গেল, যেহেতু গানটা গাইতে পারি তো দলের Music-এর দায়িত্বটা আমার ঘাড়ে এসে পড়ল। সেটা করতে করতে আরও কয়েকটা নাটকের দল ডাকাডাকি শুরু করল – যে এসো, আমাদের সাথে একটু Music নিয়ে কাজ কর। এখন তো অনেক দলের সাথেই কাজ করছি Music নিয়ে...

এই সময়ে Theatre Music বা আবহ নির্দেশনার যে স্বতন্ত্রতা পরিলক্ষিত সমগ্র দেশে মূলত বাংলা থিয়েটারে সেটা কীভাবে হচ্ছে বা হল?

বাবান : দ্যাখ...আমাদের এখানকার মানে বাংলার তথা বাংলা থিয়েটারে ৭০-এর দশক তো একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময় – তার পরবর্তী দু'দশক মঞ্চ থিয়েটারের টানা বন্ধ্যা সময় পেরিয়ে এখন আমরা বাংলা থিয়েটারের নব জাগরণের একটা শুভলগ্ন অতিক্রম করছি। এই সময়ে যারা আবহ নির্দেশনা করছে তারা নির্দেশকের কাছেই হোক বা মানুষের কাছেই হোক, কোথাও একটা প্রমাণ করতে পেরেছে যে নাটকে এটা একটা খুব জরুরী বিষয় এবং এটাকে ছাড়া নাটকের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। আর শুধু Music নয়, সার্বিক ভাবে Music ই বল্ বা দৃশ্যসজ্জা ও আলোকসজ্জা...সর্বক্ষেত্রেই বাংলা থিয়েটারের প্রভূত উন্নতি হয়েছে এবং হচ্ছে। আগে নাটকের এই বিভিন্ন ক্ষেত্র গুলোতে যারা কাজ করতেন তাদের বেশীরভাগটাই ছিল ঐ নাটকের দলে কাজ করতে এসে Light–এ

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

ঢুকেছে, বা একটুখানি গান গাইতে পারার দরুণ Music-এর দায়িত্বটুকু নিয়ে নিলাম এইভাবেই হয়েছে। তাদের কাজকে কোনোভাবেই অবজ্ঞা করা বা খাটো করার জন্য বলছি না, শুধু আগের ও এখনকার অপেশাদারী ও পেশাদারী দৃষ্টিভঙ্গীটা বোঝাবার চেষ্টা করছি মাত্র। এবং তাদের মধ্যে যারা সত্যিই আলাদা যে ২-১ জন – তাদের কথাও বলছি না, কেননা তারা অসাধারণ, কালজয়ী। শুধু এটুকুই বোঝাবার চেষ্টা যে, আগের সেই অপেশাদারী ভাবনাটা আর নেই। এখন Music টা Musician রাই করছে আর এই জন্যই Music-এর জায়গাটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে বা গেছে। কিন্তু আগে নাটকের পাশাপাশি এই ক্ষেত্রগুলোতে যেটা হত – ঐ একটুখানি ভরিয়ে দেরে...একটা কিছু খালি খালি লাগছে...একটু করে দে রে...এখন সেটা হচ্ছে না।

আচ্ছা তো......আবহ নির্দেশনা নিয়ে তুই কি ভাবছিস বা কী করে কি করছিস?

বাবান : কি করছি বলতে গেলে...শিল্প বিষয়ক কোনো গবেষনাই তো সময় বেঁধে হয় না, এটা একটা যাত্রাপথ – যেখান দিয়ে হাঁটতে হয়। সেই পথ পরিক্রমায় Theatre Music-এর উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ২ বছরের বৃত্তি পেয়ে একটা গবেষণা শুরু করেছি কিছুদিন হয়। ...ভারতবর্ষ তো Ritual-এর জন্য বিখ্যাত যার বেশীরভাগটাই ধর্মীয় – আর এই সব Ritual গুলোর মধ্যে Music একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা যখন পূজো করি বা আযান দেই তাতে একটা অসাধারণ Music-এর ব্যবহার আছে বা আমরা চার্চে যাই, গুম্ফায় যাই তাতেও একটা Music-এর ব্যবহার রয়েছে যা একটি আবহ সৃষ্টি করে। ...একটা চার্চে ঢুকলে কেমন একটা অদ্ভুত পবিত্র অনুভূতি হয় না কি? সেটা কি শুধু সেই স্থাপত্যটার জন্য? ...তার সাথে Music খুব জরুরী একটা জায়গা Play করে। ...তার সাথে আমাদের Traditional গান বাজনা দ্যাখ্ – বাউল, সুফী বা আমাদের সাঁওতালী গান, গাজীর গান শুনলে একটা অন্যরকমের মাদকতা তৈরী হয়। আর এখানেই আমার গবেষণার মূল বিষয়বস্তু যে, এমন কী আছে Music টার মধ্যে যা একটা আবহ তৈরী করে ফেলছে। এমন একটা আচ্ছন্ন করা মুহূর্ত তৈরী করছে যেটা থেকে বেরুতে সময় লাগছে। আর এই Music গুলো কি করে Theatre-এ প্রয়োগ করা যায় সেটা আমার গবেষণার অন্য একটা দিক – তাহলে কোন্ Note, কোন্ সুরের কোন্ বিহঙ্গগুলো এই মাদকতা সৃষ্টি করতে পারছে, তাহলে সেটাকে কীভাবে নতুন করে সুরের কাজে লাগাবো – নতুন আর কি কি

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হতে পারে। এইভাবেই এগোচ্ছে আর কি..........

Theatre Music-এ যারা আসছে বা যারা করছে তাদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উপর কতটা দখল প্রয়োজন আছে বলে তোর মনে হয়?

বাবান : আমরা তো Theatre-এর দ্বারা একটা আবহ তৈরী করি যেখানে একটি পরিবেশ তৈরী হচ্ছে কিন্তু সেটা তো শাস্ত্রীয় সঙ্গীত কত হাজার বছর ধরে করছে। সকাল, সন্ধ্যা, রাতে এমনকি ঋতুভেদে তৈরী রাগ – রাগিনীগুলো সেই বিশেষ পরিবেশ বা মুহূর্তকে শুদ্ধ করে তুলছে। আর সেগুলো যদি নাটকে সঠিকভাবে প্রকাশ পায় তাহলে তো নিজের কাজটাই সহজ হয়ে যায়। তাছাড়া ভারতবর্ষে Music নিয়ে কাজ করতে গেলে সেটা Theatre-এ হোক্ বা অন্য শিল্প মাধ্যম, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত তো তাকে বুঝতেই হবে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত তো অনেক এগিয়ে...তার সাথে লোকগান শেখা উচিৎ। সেটা তো আরেকটা ঘরাণা। তার সুরের ধরণ ধারণ, তার দর্শন সেটাও বুঝতে হবে। Theatre Music তো মূলত Theatre-এর উপর নির্ভরশীল; কে, কিরকম Theatre করছে, কি তার মূল বিষয় – নির্দেশক সেটাকে কিরকম দেখতে চাইছে, তিনি কিরকম আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন ভেতরে, সেটারই বাইরের প্রকাশটা। আবহ নির্দেশক তার উপর কাজ করে যেটা তার নিজের প্রকাশ।

কানাইলালজীর সাথে তো কাজ করলি – সেখানে Music নিয়ে কেমন কী কাজ হলো?

বাবান : আর বলিস না.....ত্রিপুরার একটি জঙ্গল 'সিপাহীজলা অভয়ারণ্য' – সেখানে তিনি আমাদের ১ মাস ফেলে রেখেছিলেন। ওখানেই ছিলাম, কোথাও বেরোতে পারতাম না। সেখানে বলার মত তেমন কোনো কিছু নিয়েই কাজ হয়নি কিন্তু আমার জীবনের সকল কর্মশালার মধ্যে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্মশালা। সকালবেলা শুধু ঘন্টা দেড়েকের শারীরিক ব্যায়াম সাথে কণ্ঠ অনুশীলন তারপর সারাদিন Improvisation-এর দিন, যা মন চায় কর। আর সন্ধ্যেবেলায় সারাদিন কি করলে দেখাও। তো এই কাজটা করতে গিয়ে ঐ পরিবেশ, জঙ্গল, গাছ, নদী-নালা আর তার সাথে একটা অন্যরকমের খোঁজ মানে তুমি যা শিখতে পার তা তুমি তোমার মত করে শিখে নাও। আমরা প্রাকৃতিক শব্দ নিয়ে কাজ করেছি – হাওয়া নিয়ে, জল নিয়ে, খুব নৈঃশব্দ নিয়ে যেটা বোধহয়

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

ওইরকম জায়গা ছাড়া হয় না। আর প্রতিটি শব্দ উৎসের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে খুবই বিকল্প কিছু বাদ্যযন্ত্র, যেটা ঠিক আসলে বাদ্যযন্ত্র নয় কিন্তু শব্দ তৈরী হয় এমন কিছু যেমন জল, শুকনো পাতা, পোড়ার শব্দ, হাওয়াকে মোটা কিছুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করানো – এইসব মজার মজার কাজ। দারুণ অভিজ্ঞতা...

Alternative বা বিকল্প ধারার Music আমরা কোনটাকে বলছি?

বাবান : খুব সূক্ষভাবে বলতে গেলে Alternative Music কে দুইভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রথমটা হলো

– স্বাভাবিকভাবে যেগুলো বাদ্যযন্ত্র নয় কিন্তু তার দ্বারা খুব গাঢ়, অর্থবহ ও শক্তিশালী শব্দ বা নৈঃশব্দ তৈরী করা যায়, এই ধরনের কিছু বাদ্যযন্ত্র – এটা একটা পর্যায়। আরেকটা হচ্ছে গিয়ে কার্যধারাটাই বিকল্প ধরনের। মানে, যে শব্দগুলো তৈরী করার চেষ্টা করছি বা যে Music তৈরী হওয়া শুরু হল, সেটা তুড়ি দিয়েও হতে পারে কিংবা Clapping দিয়েও হতে পারে......ঠিক তেমনি গাছের পাতা ও জল নাড়ালেও তো আওয়াজ হয় – তো বিষয়টা হলো এটাই খুঁজে দেখা যে আমার কাছে বিকল্প শব্দ আর কি আছে। ঢাক, ঢোল, গীটার, বেহালা – তো আছেই। এগুলোর সাথে বাকী বিকল্প শব্দগোষ্ঠীটাকে মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারলে Theatre–এর জায়গাটা বোধহয় আরেকটু উন্নত হয়। এবার Alternative Music টা হচ্ছে গিয়ে যেখানে Music টা আর কোথাও শুধু Music এর Role Play করছে না, কোথাও সেটা একটা চরিত্র হয়ে উঠছে – itself a character মানে Music টা যদি নাটক থেকে সরিয়ে দেয়া যায় তাহলে মনে হবে যেন একটা চরিত্র উধাও। এই দুটো জায়গা। মানে ব্যাপারটা হলো Music টা যে Theatre টাকে শুধু মায়াবী করে দিচ্ছে বা ভাল করে দিচ্ছে এমনটা নয়...

তাহলে কি আমরা এই বিকল্প ধারার Music টাকেই Theatre Music বলছি?

বাবান : না, না, এরকম কোনো সংগা টংগা নেই যে Alternative Music টাকেই Theatre Music বলবো – তানয়। নাটক যেমন গল্পটা বলার চেষ্টা করছে তেমনি Music ওতো আরেকভাবে গল্পটা বলার চেষ্টা করছে এবং সেটা সবসময় নাটকের শরীরে প্রবাহিত

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

হয়ে চলেছে, কোথাও তাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে না বা দরকার হলে ছাপিয়ে যাচ্ছে যেটা নাটকের বক্তব্যটাকে আরেকটু গভীর করে দর্শকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। যেমন ধর্ 'নীরবতা' – এটি একটি অসাধারণ Music...Greatest Music. নীরবতার চেয়ে অসাধারণ আর কিছুই হয়না যদি সেটাকে ঠিক করে ব্যবহার করা যায়। হাজার ঢাক-ঢোল বাজিয়েও বোধহয় ওর মত সাড়া পাওয়া যায় না। আসলে দুটোকে ছাড়া দুটো কখনো দাঁড়াতে পারে না। যখন কোনো একটা বাদ্যযন্ত্র বাজানো হচ্ছে এবং বাজাতে বাজাতে যখনই থামছিস বা ঝোঁক নেওয়া হচ্ছে সেই বিন্দুটাতে বা জায়গাটাতেই ভাবটা তৈরী হচ্ছে মানে Communicate করছে। গাইছিস, গাইছিস, গাইছিস...When you Stop...Communicate. এটাই হচ্ছে মজা। নীরবতা ছাড়া Communication প্রায় অসম্ভব। এই শব্দ ও নীরবতার ছন্দময় প্রাণবন্ত ব্যবহারই একটি Music কে সাধারণ থেকে অসাধারণে উন্নীত করে আর তখনই বোধহয় আমরা তাকে আবহ সংগীত বা Theater Music বলি।

একজন Theatre Musician যে Music টা করছে তাকে কি কোনোভাবে একজন ভাল অভিনেতা হওয়ার প্রয়োজন আছে?

বাবান : দ্যাখ্.......Theatre টা তো একটা মিশ্র আর্ট। সব কিছু মিলেমিশে একটা কিছু তৈরী হচ্ছে তো সেটা করতে আসলাম অথচ আমি ছন্দ বুঝি না, রং বুঝি না, তাল বুঝি না তাহলে কি করে হবে? হয়তো সে কোনোদিন মঞ্চে উঠে অভিনয় করবে না বা করতেও পারে, যাই হোক্ – অভিনয়টাতো অবশ্যই বুঝতে হবে। অভিনয় না বুঝলে সে Music করবে কি করে? অভিনয় বুঝবে – তার ঐ পরিবেশটা বুঝবে, Costume বুঝবে, আলো বুঝবে – আলোরও তো অনেকগুলো বক্তব্য আছে, সেসব না বুঝলে কি করে Music টা তৈরী হবে। আবার অপরদিকে, যদি কেউ বলে ওহ্ Music টা অসাধারণ হয়েছে তাহলে তো একটা গন্ডগোল হয়ে গেল.......কারণ শুধু Music টা বা Light টা তো কখনও করতে চাইনি বা কেউ করেও না।

আচ্ছা............Music, Drama, Theatre তথা পুরো Performing Arts টা দেখা যাচ্ছে এটা আজ আর শুধু শিল্প নয়, চিকিৎসার জগতে Therapy হিসাবেও কাজ করছে – সেটাতে আমাদের এখানকার Possibilities কেমন?

বাবান : Origin of Therapy আমাদের দেশে নতুন নয়, যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। শাস্ত্রীয় সংগীতে রাগ নির্ধারণ – এটা পুরোটাই

থেস্পিয়ান
THESPIAN
An International Refereed journal
ISSN 2321-4805

Therapeutic এবং Pure Biological. আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীত তত্ত্বীয় এবং পুরোভাগটাই ব্যকরণ নির্ভর আর সেজন্যই তার মধ্যে Therapy-র গুণাবলী সব থেকে বেশী যেখানে প্রহর ধরে ধরে রাগ-রাগিনী নির্ধারণ – যার পুরোটাই Therapeutic জায়গা দিয়েই তৈরী হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্ব যে এটাকে তৈরী করেছে, তা নয়, ওরা যেটা করেছে – এটাকে Theorize করেছে, লেখালেখি করেছে এবং একটা Process-এর মধ্যে বিষয়টাকে ফেলে দিয়েছে। আর এজন্যই ওরা এগিয়ে। Music of Relaxation, Music of Deep Sleep এসবই আমাদের আছে – আমরা শুধু Theorize করিনি বা প্রয়োজন পরেনি বা ভাবিনি। ওরা সেটা ভেবেছে।

ঠিক তাই। শৃঙ্খলাটা ওদের থেকে সত্যিই শেখার বিষয়। তাই বলে যে আমরা উশৃঙ্খল তা নয়; আমরা সুশৃঙ্খল নই। আবহ সংঙ্গীত নিয়ে নানা ভাবে থিয়েটারে যে কাজের পরিধি বাড়ছে তাতে পেশাদারী থিয়েটারে এর স্বতন্ত্র অবস্থান শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। নাট্যশিল্পে live Music একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ অভিনয়ের সময় মঞ্চে আমরা প্রতিটি প্রাণকে জীবন্ত দেখতে পাই আর সেই সাথে তাদের নানা বর্ণ, গন্ধ আমাদের ছুঁয়ে যায় – সেই মূহুর্তগুলোকে আরও প্রানবন্ত করতে আবহ সংঙ্গীতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আমরা দেখতে পাই অভিনয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন যন্ত্রসংঙ্গীতের সহিত পাখোয়াজের শব্দ মাধুরতা যতটা হৃদস্পন্দন বাড়ায় Track Music-এ কখনও সেই আদিম উন্মাদনা তৈরী করতে পারে না। পরিশেষে বলা যায়, নাট্যে Track Music বাজানো কোনো বিলাসিতা প্রদর্শণ তো করেই না বরঞ্চ উল্টে নাট্য কলাকুশলীর সৃষ্টিশীল মনোভাবের দৈন্যতা প্রকট হয়ে থাকে। অন্যদিকে live Music-এর ক্ষেত্রে যন্ত্রসংঙ্গীতের সহিত নাট্যের অভিনেতা অভিনেত্রীর আত্মিক যোগসূত্রের দ্বারা যে ভাব সংগঠিত হয় তাতে নাট্যরস আস্বাদনে সৃষ্টিশীলতা প্রকাশিত হয়।